# আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১১

## শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমঅংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

আজ ৮ মার্চ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস। **'শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমঅংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে নারীর অংশগ্রহণ'**- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা পালন করছি শতবর্ষে পদার্পন করা এ ঐতিহাসিক দিবসটি । নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং এগিয়ে যাওয়ার বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিহিত রয়েছে প্রতিপাদ্য বিষয়ের চেতনায়। এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৮৫৭ সালে। বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় নির্ধারণ ও কর্মক্ষেত্রের মান উন্নয়ন প্রভৃতি দাবিতে সেদিন নিউইয়র্কের সূচ কারখানায় সংঘটিত হয়েছিল নারী শ্রমিক বিদ্রোহ। মালিক শ্রেণীর অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীর লড়াকু প্রত্যয় নাড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্ব বিবেককে। বিশ্বের সকল প্রান্তে নিগৃহীত হতে থাকা নারীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে সংগঠিত হবার আহ্বান। তাদের ভীরু প্রাণে জ্বেলেছে অনির্বাণ সাহসের শিখা। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে জার্মানের সমাজতান্ত্রিক নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার ঘোষণা দেন। দিবসটি প্রথম উদযাপিত হয় ১৯১১ সালে। সেই থেকে সারা বিশ্বে নারীদের অধিকার্ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিরন্তর প্রনোদনার উৎস হিসেবে প্রতি বছর দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

নারীর অগ্রসরতার ওপর নির্ভর করছে আমরা জাতি হিসেবে কত দ্রুত এবং কতটা এগুতে পারবো। নারী শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবতী, উপার্জনক্ষম হলে আমরা কর্মক্ষম এবং সৃজনশীল ভবিষ্যত প্রজন্ম পাবো। তাই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে নারীকে অধিকহারে নিত্যনতুন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত করতে হবে। গত ১০০ বছরে নারীরা বেশ এগিয়েছে তবে যেতে হবে অনেকদূর। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে নারীর পদচারণা ঘটেনি। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, পুলিশ, সেনা, বৈমানিক, নাবিকসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে স্বল্প পরিসরে হলেও যুক্ত হয়েছেন নারীরা। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় **আমাদের দেশের নারীরা এখনো পিছিয়ে আছে** অনেকাংশে। এদেশের নারীদের অধিকাংশই এখনো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অনেকেই ঘরে-বাইরে এসিড সন্ত্রাসসহ বহুমাত্রিক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার, যার ভয়াবহতা গোটা জাতিকে শঙ্কিত করছে। নির্যাতনের ঝুকি, নিরাপত্তাহীনতা, কাজের অনিশ্চয়তা, সমাজে ও কর্মস্থলের প্রতিকুল পরিবেশও নারীর অর্থনেতিক ক্ষমতায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, কেবল ২০১০ সালে ৮৬ জন নারী এসিড সন্ত্রাসের শিকার (সূত্র:এএসএফ) এবং প্রথম ছয় মাসে ১৪৭৯ জন নারী ধর্ষণের (সূত্রঃ বিআইএইচআর) শিকার হয়।

এছাড়াও নারীর প্রতি ভ্রান্ত, নেতিবাচক ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সর্বোপরি নারী শ্রম শোষণ ও কর্মক্ষেত্রে নারীকে দমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা সর্বদাই অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যেও গত কয়েক দশক ধরে আমাদের দেশের শ্রম বাজরে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গত এক দশকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ বাড়তি শ্রম শক্তি যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৫০ লক্ষই নারী। তবে নারীরা শিকার হচ্ছে তীব্র মজুরী বৈষম্যের। কেবল তাই নয়, একই ধরনের কাজে আয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীশ্রমিকের প্রাপ্তি অসম্মানজনক। শহর এবং গ্রামভেদে এ বৈষম্য আরো প্রকট। বিবিএস ২০০৪ এর সমীক্ষায় দেখা গেছে, একই ধরনের কাজে পুরুষের তুলনায় নারীশ্রমিকের গড় মজুরী ৬৪ শতাংশ কম। অপর্যাপ্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অদক্ষতা ও দুর্বল স্বাস্থ্য নারীকে পরিণত করেছে কম উৎপাদনশীল কর্মীতে যা তাদের দরকষাকষির সামর্থ্যকে দুর্বল করে দিয়েছে।

নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে, নারীর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে নারীর অর্থনেতিক ক্ষমতায়নের পথের বাধাসমূহ দূর করা তাই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই উপলব্ধি থেকে এবারে **'শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমঅংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন'** এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা পালন করছি আর্ন্তজাতিক নারী দিবস।

আসুন,

- বাল্যবিবাহ বন্ধ করি এবং নারীর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করি।
- নারীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইটিসহ বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক স্বল্প/মধ্য/দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের সুযোগ নিশ্চিত করি।
- যৌন নির্যাতন ও এসিড সন্ত্রাসসহ নারীর প্রতি সকল সহিংসতা বন্ধে দুর্বার সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।
- কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-মুজরি প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করি।
- জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালী কাজের অবদানকে অন্তর্ভুক্ত করি।
- নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করি এবং কর্মস্থলে নারীর জন্য অনুকুল পরিবেশ গড়ে তুলি।
- কন্যাশিশুর প্রতি বিশেষ যত্নবান হই এবং এর মাধ্যমে উন্নততর বাংলাদেশের বীজ লালন করি।

**আসুন, ৮ মার্চের প্রেরণাকে আমাদের চেতনা ও কর্মে ধারণ করি।**

**প্রচারেঃ জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম**

**সহযোগিতায়ঃ এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন**